১১-০১-১৮ প্রাত: মুরলী ওম শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা :- তোমরা শান্তি স্থাপন করার নিমিত্ত, তাই তোমাদের অনেক শান্তিতে থাকতে হবে, তোমাদের বুদ্ধিতে যেন থাকে যে, আমরা বাবার দত্তক সন্তান, নিজেদের মধ্যে ভাই - বোনের সম্পর্ক"

প্রশ্ন :- সম্পূর্ণ সমর্পণ কাকে বলা হবে, তার নিদর্শন কি ?

উত্তর :- সম্পূর্ণ সমর্পিত তারাই, যাদের বুদ্ধিতে থাকে, আমরা ঈশ্বরীয় মা - বাবার পালনায় আছি । বাবা, এই সবকিছুই আপনার, আপনিই আমাদের পালনা করেন । কেউ যদি চাকরীও করে তবুও বুদ্ধিতে এই কথাই থাকে যে এই সবই বাবার জন্য । তারা বাবাকে সাহায্য করতে থাকে, তাতে এত বড় যজ্ঞ কারবার চলে, সকলের পালনাও হয় .....এমন বাচ্চারই হলো অর্পণ বুদ্ধি । এর সাথে সাথে উঁচু পদ পাওয়ার জন্য নিজে পড়তে হবে আর অন্যদের পড়াতেও হবে । শরীর নির্বাহের জন্য কর্ম করেও প্রতি শ্বাস - প্রশ্বাসে মাতা - পিতাকে স্মরণ করতে হবে ।

গীত :- ওম নমঃ শিবায়.....

ওম্ শান্তি । এ হলো গায়ন । বাস্তবে এই সমস্ত মহিমাই হলো উঁচুর থেকে উঁচু পরমাত্মার যাঁকে বাচ্চারা জানে আর বাচ্চাদের দ্বারা সম্পূর্ণ দুনিয়া জানে যে আমাদের মাতা - পিতা ওনারাই । এখন মাতা পিতার সঙ্গে tতোমরা হলে কুটুম্ব । শ্রীকৃষ্ণকে তো মাতা - পিতা বলা যাবে না । যদিও তাঁর সঙ্গে রাধা আছেন তবুও তাঁদের মাতা পিতা বলা যাবে না কেননা তাঁরা তো প্রিন্স - প্রিন্সেস । শাস্ত্রের এই কথা ভুল । এখন এই বেহদের বাবা তোমাদের সমস্ত শাস্ত্রের সার বলে দিচ্ছেন । এই সময় তোমরা বাচ্চারাই তাঁর সামনে বসে আছো । কোনো কোনো বাচ্চা আবার দূরেও আছে । কিন্তু তারাও তো শুনছে । তারা জানে যে মাতা পিতা আমাদের এই সৃষ্টির আদি - মধ্য এবং অন্তের রহস্য বোঝাচ্ছেন আর সদা সুখী হওয়ার রাস্তা বা যুক্তি বলে দিচ্ছেন । এ হলো হুবহু ঘর । অল্প বাচ্চা এখানে আর অনেকেই তো বাইরে আছে । এ হলো ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী, নতুন রচনা । ওরা হলো পুরানো রচনা । বাচ্চারা জানে যে বাবা আমাদের সদা সুখী করতে এসেছেন । লৌকিক মা বাবাও বাচ্চাদের বড় করে স্কুলে নিয়ে যায় । এখানে বেহদের বাবা আমাদের পড়াচ্ছেন একই সঙ্গে পালনাও করছেন । বাচ্চারা তোমাদের এখন ওই এক ছাড়া দ্বিতীয় আর কেউ নেই । মা বাবাও বুঝতে পারেন - এরা আমাদের বাচ্চা । লৌকিক কুটুম্ব হলে তাদের ১০ - ১৫টা বাচ্চা হয়, অনেকে আবার ২ - ৩ টে বিয়েও করে । এখানে তো এই সব বাবার সন্তানরা বসে আছে । যত বাচ্চার জন্ম দিতে হবে তা এখনই ব্রহ্মার মুখ কমল দ্বারাই সৃষ্টি করতে হবে । এরপরে তো আর বাচ্চার জন্ম হবে না । সবাইকেই ফিরে যেতে হবে । এই এক দত্তক নেওয়া মাতা হলেন নিমিত্ত । এ খুবই আশ্চর্যজনক কথা । এ তো অবশ্যই যে, গরীবের বাচ্চা বুঝতে পারবে আমার বাবাও গরীব । ধনী ব্যবসায়ীর সন্তানও বুঝতে পারবে আমার বাবা ধনী । দুনিয়াতে তো অনেক মাতা - পিতা আছেন । এ তো সম্পূর্ণ জগতের একই মাতা - পিতা । তোমরা সকলেই জানো যে, আমরা তাঁর মুখের দ্বারা অ্যাডপ্ট হয়েছি । এঁরা আমাদের পারলৌকিক মা বাবা । এনারা পুরানো সৃষ্টিতেই আসেন, যখন মানুষ খুবই দুঃখী হয় । বাচ্চারা জানে যে, আমরা এই পারলৌকিক মাতা - পিতার দত্তক সন্তান । আমরা সকলেরই ভাই - বোনের সম্পর্ক । আমাদের আর অন্য কোনো সম্বন্ধ নেই । তাহলে ভাই - বোনেদের নিজেদের মধ্যে

খুব মিষ্টি, রয়াল, শান্তিপূর্ণ, জ্ঞানী এবং আনন্দের সঙ্গে থাকতে হবে । যেহেতু তোমরা শান্তি স্থাপন করছো তাই তোমাদের নিজেদের খুব শান্তিতে থাকতে হবে ল বাচ্চাদের তো এইকথা বুদ্ধিতে থাকা উচিত যে, আমরা পারলৌকিক বাবার দত্তক সন্তান । পরমধাম থেকে এখন বাবা এসেছেন । উঁনি হলেন ঠাকুরদাদা আর এই দাদা হলেন বড় ভাই । যারা সম্পূর্ণ সমর্পণ হতে পারবে, তারাই বুঝতে পারবে যে আমরা ঈশ্বরীয় মা - বাবার পালনায় থাকি । বাবা, এই সবকিছুই আপনার । আপনি আমাদের পালনা করেন । যে বাচ্চারা সমর্পণ হয়, তাদের সাহায্যেও অনেকের পালনা হয় । চাকরীও যদি কেউ করে, তারাও ভাবে, এই সবকিছুই বাবার জন্য । তাই তারা বাবাকে সাহায্য করতে থাকে । না হলে এই যজ্ঞের কাজ কিভাবে চলবে । রাজা রানীকেও মাতা - পিতা বলা হয় । কিন্তু তারা হলো শরীরের মাতা - পিতা । রাজ - মাতাও বলা হয় আবার রাজ - পিতাও বলা হয় । আর ইনি হলেন বেহদের । বাচ্চারা জানে যে আমরা মাতা - পিতার সঙ্গে বসে আছি । বাচ্চারা এও জানে যে, আমরা যত পড়বো আর পড়াবো ততই উঁচু পদ পাবো । এর সাথে সাথে শরীর নির্বাহের কারণে কর্ম তো করতেই হবে । এই দাদাও বৃদ্ধ । শিববাবাকে কখনো বৃদ্ধ বা জোয়ান বলা হবে না । তিনি হলেন নিরাকার । এও তোমরা জানো যে আমাদের আত্মাদের নিরাকার বাবা দত্তক নিয়েছেন । আর সাকারে এই ব্রহ্মা । 'আমি আত্মা' বলি আমি বাবাকে আপন করেছি । এরও নিচে এলে বলবে, আমরা ভাই - বোনেরা ব্রহ্মাকে আপন করেছি । শিববাবা বলেন - তোমরা ব্রহ্মার দ্বারা ব্রহ্মামুখ বংশাবলী হয়েছো । ব্রহ্মাও বলেন, তোমরা আমার সন্তান হয়েছো । তোমাদের ব্রাহ্মণদের বুদ্ধিতে এবং শ্বাসে - প্রশ্বাসে এই কথাই চলবে যে, ইনি আমাদের বাবা, উঁনি আমাদের দাদা । বাবার থেকে বেশী দাদাকে স্মরণ করো । দুনিয়ার মানুষ তো বাবার থেকে ঝগড়া ইত্যাদি করেও দাদুর সম্পত্তি নিয়ে থাকে । তোমাদের তো চেষ্টা করে বাবার থেকে বেশী দাদুর আশীর্বাদী বর্সা নিতে হবে । বাবা যখন জিজ্ঞেস করেন, তখন সকলেই বলে, আমরা নারায়ণের সঙ্গে বিয়ে করবো । কেউ কেউ নতুন আসে, যারা পবিত্র থাকতে পারে না, তারা হাত ওঠায় না । তারা বলে, মায়া খুবই প্রবল । তারা তো বলতেই পারে না যে আমরা শ্রীনারায়ণ বা লক্ষ্মীকে বিয়ে করবো । দেখো, বাবা যখন সামনে শোনান, তখন খুশীর পারদ কতখানি চড়ে । বুদ্ধিকে পরিচ্ছন্ন করা হলে নেশা চড়তে থাকে । কারোর এই নেশা স্থায়ী হয়, কারোর আবার কম হয়ে যায় । বেহদের বাবাকে স্মরণ করতে হবে, ৮৪ জন্মকে স্মরণ করতে হবে আর চক্রবর্তী রাজাকেও স্মরণ করতে হবে । যারা মানবে না, তাদের স্মরণও ভালো থাকবে না । বাপদাদা বুঝতে পারে যে অনেক বাচ্চা বাবা - বাবা বলতে থাকে কিন্তু সত্যিকারের স্মরণ করে না আর লক্ষ্মী - নারায়ণ হওয়ার যোগ্যও হয় না । চালচলনই এমন । অন্তর্যামী বাবা সকলের বুদ্ধিকেই বুঝতে পারেন । এখানে তো শাস্ত্রের কোনো কথাই নেই । বাবা এসেই রাজযোগ শিখিয়েছিলেন যার নাম গীতা রাখা হয়েছে । বাদবাকি ছোটো ছোটো ধর্মের লোকেরা নিজেদের মতো শাস্ত্র বানিয়ে নেয় আর তা পড়তে থাকে । শিববাবা কোনো শাস্ত্র পড়েন নি । তিনি বলেন, বাচ্চারা, আমি তোমাদের স্বর্গের রাস্তা বলে দিতে এসেছি । তোমরা যেমন অশরীরী এসেছিলে, তেমনই তোমাদের যেতে হবে । দেহের সঙ্গে সব দুঃখের কর্মবন্ধন ছেড়ে দিতে হবে কেননা এই দেহও দুঃখ দেয় । অসুস্থ হলে ক্লাসে আসতে পারবে না । তাহলে এও তো দেহেরই বন্ধন হয়ে গেলো, এতে তুখোড় বুদ্ধির প্রয়োজন । প্রথমে তো এই নিশ্চয়তা থাকা দরকার যে, বরাবর শিববাবাই স্বর্গের রচনা করেছিলেন । এখন তো হলো নরক । যখন কেউ মারা যায়, তখন বলা হয়, উনি স্বর্গে গেছেন, তাহলে অবশ্যই নরকে ছিলেন । তোমরা এখন এই কথা বুঝতে পারো কারণ স্বর্গ কি, তা তোমরা জানো । বাবা রোজই নতুন নতুন পদ্ধতিতে বোঝান যাতে তোমাদের বুদ্ধিতে খুব ভালোভাবে বসে । তিনি আমাদের বেহদের মাতা - পিতা । তখন প্রথমেই বুদ্ধি একদম ওপরে চলে যাবে ল তারপর বলবে, এইসময় বাবা আবুতে আছেন

। যেমন তীর্থযাত্রায় গেলে বদ্রীনাথের মন্দির উপরে দেখা যায় । পান্ডারা নিয়ে যায়, বদ্রীনাথ তো নিজে নিতে আসেন না । মানুষ পান্ডা হয় । এখানে শিববাবা নিজে নিতে আসেন পরমধাম থেকে । তিনি বলেন, হে আত্মারা, তোমাদের এই শরীর ত্যাগ করে শিবপুরীতে যেতে হবে । যেখানে যেতে হবে তার চিহ্ন অবশ্যই স্মরণে থাকবে । ওই চৈতন্যে এসে তোমাদের সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন, এমন তো হতে পারে না । তিনি তো এখানকার বাসিন্দা । এই পরমপিতা পরমাত্মা বলেন, আমি পরমধামের অধিবাসী । তোমাদের নিতে এসেছি । কৃষ্ণ তো এমন কথা বলতে পারেন না । রুদ্র শিববাবা বলেন, আমি এই রুদ্র যজ্ঞ রচনা করেছি । গীতাতেও এই রুদ্রের কথা লেখা আছে । এই রুহানী বাবা বলেন, আমাকে স্মরণ করো । বাবা এমন যুক্তির সাহায্যে এই যাত্রা শেখান যে, যখন বিনাশ হবে তখন তোমরা আত্মারা শরীর ত্যাগ করে বাবার সঙ্গে চলে যাবে । তখন তো শুদ্ধ আত্মার জন্য শুদ্ধ শরীরের প্রয়োজন, তা তখনই সম্ভব যখন সৃষ্টি নতুন হবে । এখন তো সমস্ত আত্মারাই মশার সদৃশ বাবার সঙ্গে ফিরে যাবে, তাই তো বাবাকে কান্ডারী বলা হয় । তিনি এই বিষয় সাগর থেকে ওইপারে নিয়ে যান । কৃষ্ণকে কান্ডারী বলা যাবে না । বাবাই এই দুঃখের সংসার থেকে আমাদের সুখের সংসারে নিয়ে যান । এই ভারত একদিন বিষ্ণুপুরী, লক্ষ্মী – নারায়ণের রাজ্য ছিলো । এখন এ হলো রাবণপুরী । রাবণের চিত্রও দেখানো উচিত । এই চিত্র দেখিয়েও অনেককিছু বোঝানো যাবে । আমাদের আত্মাও যেমন, বাবার আত্মাও তেমনই । কেবল আমরা আগে অজ্ঞানী ছিলাম আর তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর । তাকেই অজ্ঞানী বলা হয়, যার রচনা আর রচয়িতার জ্ঞান থাকে না । রচয়িতার দ্বারা যারা রচনা আর রচয়িতাকে জানতে পারে, তারাই জ্ঞানী । এই জ্ঞান তোমরা এখানেই, এই সঙ্গমেই পাও । সত্যযুগে এই জ্ঞান থাকে না । দুনিয়ার মানুষ বলে, পরমাত্মা এই বিশ্বের মালিক, সেই মালিককে তারা স্মরণ করে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিশ্বের বা এই সৃষ্টির মালিক হলেন লক্ষ্মী –নারায়ণ । নিরাকার শিববাবা তো কখনোই এই বিশ্বের মালিক হন না । তাই তাদের জিজ্ঞাসা করা দরকার, সেই মালিক নিরাকার নাকি সাকার ? নিরাকার তো এই সাকার সৃষ্টির মালিক হতে পারেন না । তিনি হলেন ব্রহ্মান্ডের মালিক । তিনি এসেই এই পতিত দুনিয়াকে পবিত্র করেন । নিজে এই পবিত্র দুনিয়ার মালিক হন না । এই দুনিয়ার মালিক তো লক্ষ্মী – নারায়ণ হন আর তাঁদের সেই মালিকে পরিণত করেন বাবা স্বয়ং । এটা খুব গুহ্য বোঝার কথা । আমরা আত্মারা যখন ব্রহ্ম তত্বে থাকি, তখন আমরা ব্রহ্মান্ডের মালিক । ভারতের রাজা – রানী যেমন বলবেন আমরা ভারতের মালিক তেমনই প্রজারাও বলবে, আমরা ভারতের মালিক । তারাও তো সেখানে থাকে, তাই না ? তেমনই বাবাও যেমন ব্রহ্মান্ডের মালিক, আমরাও ঠিক তেমনই সেই ব্রহ্মান্ডের মালিক । আবার বাবা এসেই এই নতুন সৃষ্টিতে মনুষ্য রচনা করেন । তিনি বলেন, আমি এখানে রাজত্ব করি না, আমি মনুষ্য জন্মে আসি না । আমি তো এই ব্রহ্মার শরীরও ধার নিয়ে থাকি । তোমাদের এই সৃষ্টির মালিক করার জন্য আমি রাজযোগ শেখাই । তোমরা যত পুরুষার্থ করবে, ততই উঁচু পদ পাবে তাই এতে কম করো না । টিচার তো সকলকেই পড়ান । যদি পরীক্ষায় অনেকে পাস করে তাহলে টিচারেরও নাম হয় । তখন অনেকসময় গভর্নমেন্ট থেকে প্রমোশনও দেওয়া হয় । এখানেও এমন । যত ভালোভাবে পড়বে, তত ভালো পদ পাবে । মা – বাবাও খুশী হবে । মানুষ পরীক্ষায় পাস করলে মিষ্টি খাওয়ায় সবাইকে । এখানে তো তোমরা মিষ্টি কথার ভাগ দাও সবাইকে । তারপর যখন পরীক্ষায় পাস হয়ে যাও, তখন সোনার ফুলের বর্ষা হয় । তোমাদের ওপর আকাশ থেকে কোনো ফুলের বর্ষণ হবে না, কিন্তু তোমরা সোনার মহলের মালিক হয়ে যাও । এখানে তো কারোর মহিমা করার জন্য সোনার ফুল বানিয়ে তার উপর ছড়ানো হয় । যেমন দরভাঙ্গার রাজা খুব ধনী ছিলেন । তার সন্তান যখন বিলেতে গিয়েছিলেন, তখন তিনি পার্টি দিয়েছিলেন, অনেক টাকা খরচ করেছিলেন । উনি সোনার

ফুল বানিয়ে তার বর্ষণ করেছিলেন । এতে অনেক টাকা খরচ হয়ে গিয়েছিলো । তার অনেক নামও হয়েছিলো । মানুষ বলতো, দেখো, ভারতবাসি কিভাবে পয়সা ওড়ায় । তোমরা তো নিজেরাই সোনার মহলে থাকবে, তাহলে তোমাদের কত নেশা থাকা উচিত । বাবা বলেন, কেবল আমাকে আর এই চক্রকে স্মরণ করো তাহলেই তোমাদের বেড়া পার হয়ে যাবে । এ কত সহজ ।

তোমরা বাচ্চারা হলে সেই চৈতন্য বহ্নি পতঙ্গ আর বাবা হলেন চৈতন্য বহ্নি । তোমরা বলো, এখন আমাদের রাজ্য স্থাপন হতে হবে । এখন সেই প্রকৃত বাবা এসেছেন, আমাদের ভক্তির ফল দিতে । বাবা নিজে বলেছেন, আমি কিভাবে এসে এই নতুন ব্রাহ্মণের সৃষ্টি রচনা করি । আমাকে অবশ্যই আসতে হয় । তোমরা বাচ্চারা জানো যে আমরা ব্রহ্মাকুমার আর কুমারী । শিববাবার নাতি । এই পরিবার হলো আশ্চর্যের । কিভাবে দেবী - দেবতা ধর্মের কলমের চারা লাগছে । ঝাড়ে সব পরিষ্কার করে বোঝানো আছে । নীচে তোমরা বসে আছো । তোমরা বাচ্চারা কতো সৌভাগ্যশালী । তোমাদের অতি প্রিয় বাবা বসে তোমাদের বোঝান, আমি এসেছি তোমাদের রাবণের শিকল থেকে মুক্ত করতে । রাবণ তোমাদের রোগী করে দিয়েছে । বাবা এখন বলেন, আমাকে স্মরণ করো অর্থাৎ শিববাবাকে স্মরণ করো, এতে তোমাদের জ্যোতি জাগ্রত হবে, আর তোমরা হালকা হয়ে ওড়তে পারবে । মায়া সবার ডানা ভেঙ্গে দিয়েছে । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ - ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) বুদ্ধিকে সুন্দর এবং শক্তিশালী বানানোর জন্য, দেহের বন্ধন থেকে পৃথক থাকতে হবে । অশরীরী হওয়ার অভ্যাস করতে হবে । অসুস্থতা ইত্যাদির সময়ও বাবার স্মরণে থাকতে হবে ।

২) তোমরা পারলৌকিক মাতা - পিতার সন্তান, তাই খুবই মিষ্টি, রাজকীয়, শান্তিপূর্ণ, জ্ঞানী এবং আনন্দিত থাকতে হবে । শান্তিতে থেকেই আমাদের শান্তি স্থাপন করতে হবে ।

বরদান :- অটুট স্মরণের দ্বারা সর্ব সমস্যার সমাধান করে উড়ন্ত পাখি হও

যখন এই অনুভব হয়, "আমার বাবা", তখন যা আমার তা স্বত:ই স্মরণে আসে । স্মরণ করতে হয় না । 'আমার' অর্থাৎ অধিকার প্রাপ্ত হয়ে যাওয়া । আমার বাবা আর আমি বাবার - একেই বলা হয় সহযোগ । এমন সহযোগী হয়ে বাবার স্মরণে মগ্ন থেকে সামনে এগিয়ে চলো । এমন অটুট স্মরণই সর্ব সমস্যার সমাধান করে, উড়ন্ত পাখি বানিয়ে তোমাদের উড়তি কলায় নিয়ে যাবে ।

স্লোগান :- মনন শক্তির অনুভবী হও তাহলেই জ্ঞান ধন বাড়তে থাকবে ।